যুগান্তর

তারিখ 22 AUG 2016 পৃষ্ঠা ২-৩ কলাম ৪

ছাত্রলীগের কাছে জিম্মি হলের শিক্ষার্থীরা

আবুল খায়ের, *কুমিল্লা ব্যুরো*

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যা
কুমিল্লা ৩

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) ছয় সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর জন্য চারটি আবাসিক হলে মোট আসন সংখ্যা মাত্র ৬১৭টি। এর মধ্যে ছাত্রদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, কাজী নজরুল ইসলাম হল ও শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হলে সিট ৪১৭টি। আর ছাত্রীদের জন্য নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলে সিট ২০০টি। সবগুলো হলই ছাত্রলীগের দখলে। বিশেষ করে ছাত্রদের হলগুলোতে শিক্ষার্থীদের থাকার বিষয়টি নির্ধারণ করে দেন ছাত্রলীগের নেতারা। তাদের অনুগত হয়ে দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেই হলে সিট পেতে হয়। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সবকিছু জেনেও কোনো ব্যবস্থা নেয় না। সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা যায়, ছাত্রীহলে প্রত্যেক কক্ষে চারজনের থাকার ব্যবস্থা আছে। ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

ছাত্রলীগের কাছে জিম্মি

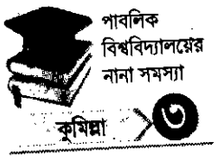

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু প্রায় প্রতিটি কক্ষেই থাকছেন ৮ জন করে ছাত্রী। প্রত্যেক রুমের চারটি বেডের প্রতিটিতে দু'জন করে থাকেন ৮ জন। আর ছাত্রদের হলে চারজনের আসনে ছয়জন থেকে শুরু করে ১২ জন পর্যন্ত থাকছেন। এত বেশিসংখ্যক ছাত্র এক কক্ষে থাকায় ঠিকমতো পড়াশোনাও করতে পারেন না তারা।

শিক্ষার্থীরা জানান, আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রলীগের প্রভাবের কারণে শিক্ষার্থীরা হল প্রশাসনের পেছনে না ঘুরে সিটের জন্য ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কাছেই ধরনা দিয়ে থাকেন। ছাত্রলীগই তাদের সিটের ব্যবস্থা করে দেয়। সেখানে হল প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, হলগুলোতে প্রশাসনের কোনো প্রভাবই নেই। ছাত্র হলে ওঠা কিংবা হল থেকে নামিয়ে দেয়ার কাজটি ছাত্রলীগই করে থাকে। শিক্ষার্থীরা কী অবস্থায় আছে তার কোনো খোঁজখবর রাখেন না হল প্রভোস্ট ও হাউস টিউটররা। শুধু বিভিন্ন দিবসে অথবা অনুষ্ঠানে তাদের দেখা পাওয়া যায়।

হলগুলোর শিক্ষার্থীরা জানান, হলে থাকতে হলে মিছিল-মিটিংসহ ছাত্রলীগের সব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হয়। ক্লাস-পরীক্ষাসহ কোনো অজুহাতেই দলীয় কর্মসূচি এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এক্ষেত্রে সহপাঠীসহ অনেক শিক্ষার্থী ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র রাকিব হাসানের উদাহরণ তুলে ধরেন। তারা বলেন, ভর্তি হওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ছত্রছায়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ওঠেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র রাকিব। ছাত্রলীগের সব মিছিল-মিটিংয়ে সবার আগেই থাকতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার আগের রাতে ছাত্রলীগের মিটিং ছিল। তিনি মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। রাত ১১টার দিকে তিনি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার সময় হঠাৎই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তার ওপর চড়াও হন। মিটিংয়ে অংশ না নেয়ার অভিযোগে তাকে বেধড়ক মারধর করে। ওই রাতেই রাকিব হল থেকে পালিয়ে যান এবং হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে পরের দিন পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে বাড়িতে চলে যান। এক শিক্ষাবর্ষ লস হয় তার। তারপর আবার ফিরে এসে কিছুদিন ক্লাস করলেও পেরে ওঠেননি। শেষপর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনাই শেষ করতে পারেননি রাকিব।

বঙ্গবন্ধু হলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, এখন চূড়ান্ত বর্ষে আছি। এখনও সিঙ্গেল বেড পাইনি। রাজনীতি করে এমন প্রথম বর্ষ অথবা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রলীগ কর্মীরা সিঙ্গেল বেড নিয়ে থাকে। এর দায়ভার সম্পূর্ণ হলের প্রভোস্টের।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনো অনুদান না থাকায় শিক্ষার্থীদের টাকায় চলে হলের ডাইনিং। আর ডাইনিং চালায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরাই। বেশিরভাগ নেতা বিনা পয়সায় খাবার খান। তাদের কেউ কিছু বলতে পারে না। এখান থেকে টাকার একটা অংশও নেন ছাত্রলীগের নেতারা। ডাইনিংয়ের বয়রা খাবার নেতাদের রুমে না দিয়ে আসলে তাদের মারধর করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মো. আলী আশরাফ এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, হলে যারা থাকেন তারা সবাই আমার ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করে তারা হলে থাকেন। হলগুলো ছাত্রলীগের দখলে— এমন বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার পৌনে তিন বছরের দায়িত্বে ছাত্রলীগ ছাড়া অন্য কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব আমার চোখে পড়েনি।

হলে আসন পাওয়া নিয়ে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট দুলাল চন্দ্র নন্দী বলেন, দলীয় কার্যক্রমে অংশ না নিলে এবং দলীয় লোক ছাড়া হলে সিট পাওয়া যায় না এমনটা সঠিক নয়, শিক্ষার্থীদের বাড়ির দূরত্ব বুঝেই তাদের হলে সিট দেয়া হয়।